

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তথ্য মন্ত্রণালয়
বেতার-২ অধিশাখা
ভবন নং-৪, কক্ষ নং-৮০৫
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
www.moi.gov.bd

নং-১৫.০০.০০০০.০২২.৩৪.০২২.১৩.৩২০

তারিখঃ ০৯ আশ্বিন ১৪২৩
২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬

বিষয়: 'কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১৬' এর খসড়ার উপর মতামত প্রদান প্রসঙ্গে।

কমিউনিটি রেডিও-এর কার্যক্রম আরও বেগবান, টেকসই ও সম্প্রসারিতকরণের লক্ষ্যে এর স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রচার কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট বিদ্যমান ২০০৮ সালের নীতিমালাটি যুগোপযোগী করে প্রণীত 'কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১৬' এর খসড়া এই মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে (www.moi.gov.bd) প্রকাশ করা হলো।

আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে খসড়া নীতিমালাটির ওপর মতামত পত্র বা ই-মেইলযোগে নিম্ন ঠিকানায় প্রেরণের জন্য নির্দেশক্রমে সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা হলো।


(মোহাম্মদ ইসমাইল হসেন)
উপসচিব

ফোনঃ ৯৫৭৬৬২০

E-mail: sas.betar2@moi.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো:

- ১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য)।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
- ৩। সিস্টেম এনালিস্ট, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। খসড়া নীতিমালার কপি এ সঙ্গে সংযুক্ত পূর্বক উহা ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

বিঃদ্রঃ মাঝখানে ক্রটি শব্দগুলি বিদ্যমান ২০০৮ সালের নীতিমালা থেকে বাদ এবং কালো ব্লক করা শব্দগুলি প্রস্তাবিত ২০১৬ সালের নীতিমালায় সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কমিউনিটি রেডিও স্থাপন, সম্প্রচার ও পরিচালনা নীতিমালা-২০১৬ (খসড়া)

ভূমিকাঃ	<p>যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে সহজলভ্যতা, তাৎক্ষণিকতা ও সর্বত্রগামিতার নিরিখে বেতারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির অভূতপূর্ব বিকাশের পরও তাই এই মাধ্যমটির গুরুত্ব উন্নত, উন্নয়নশীল ও স্বল্পমূল্যে কোনো দেশে হাস পায়নি। এ কারণেই বাংলাদেশে ১৯৩৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকায় বেতার স্বল্পপরিসরে যাত্রা শুরু করে কালের বিবর্তনে গুণে মানে কলেবরে বহু বিস্তৃত হয়ে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশ বেতার দেশের প্রাচীনতম এবং একক বৃহত্তম পাবলিক সার্ভিস ব্রডকাস্টার হিসেবে বিগত প্রায় সাত দশক ধরে তথ্য, বিনোদন ও শিক্ষার পাশাপাশি জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি জাতীয় উন্নয়নে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বহুমাত্রিক উপযোগিতার দাবী মেটাতে দেশে ব্যক্তি মালিকানায বাণিজ্যিক এফএম বেতার কেন্দ্র চালু রয়েছে। প্রধানতঃ নগরকেন্দ্রিক এ সকল চ্যানেল বিনোদন অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে থাকে। কিন্তু সমাজের একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর জন্য সম্পূর্ণ নিবেদিত কোনো বেতার এখনো দেশে গড়ে উঠেনি। প্রান্তিক এই জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় তাঁদের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় স্থাপিত ও পরিচালিত হতে পারে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন, যেখানে তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে, স্থানীয় জনসাধারণের লোকজ জ্ঞান, সম্পদ ও সংস্কৃতি, আধুনিক জ্ঞান ও আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটবে। কমিউনিটি রেডিও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন ভারত, শ্রীলংকা ও মালয়েশিয়ায় চালু করা হয়েছে। এ বাস্তবতার আলোকে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (নিজস্ব) কমিউনিটি রেডিও থাকা অত্যাবশ্যিক। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের নীতিমালার আওতায় বাংলাদেশে সমাজের তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত বেশ কিছু বেতার কেন্দ্র গড়ে ওঠেছে। কমিউনিটি রেডিও হিসাবে পরিচিত এ সকল বেতার কেন্দ্র প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষায় তাঁদের অংশগ্রহণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। এর সুফল হিসাবে এগুলো তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্থানীয় লোকজ জ্ঞান, সম্পদ ও সংস্কৃতি, আধুনিক জ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে উন্নততর সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখছে। সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসাবে কমিউনিটি রেডিও-এর অবদান আরও প্রসারিত ও সুগম করার লক্ষ্যে এর স্থাপন, পরিচালনা ও সম্প্রচার কার্যক্রমের বর্তমান নীতিমালাটি বাতিলপূর্বক যুগোপযোগী একটি নতুন নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যিকতা দেখা দেওয়ায় এই নতুন নীতিমালা জারি করা হলো।</p>
১.০	সংজ্ঞা কমিউনিটি রেডিওঃ কমিউনিটি রেডিও'র ধারণা:
ক. ১.১	‘কমিউনিটি’ হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী যার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ সমধর্মী কিছু লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তারা সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান যেমন কোনো বিশেষ শহর, গ্রাম কিংবা মহল্লার মধ্যে থেকে পাম্পরিক আদান-প্রদানে অংশগ্রহণ করে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিপণন, সেবা ও মালামাল লেনদেনের মাধ্যমে একই অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের অভিন্ন অংশীদার হয়ে থাকে।
খ. ১.২	‘কমিউনিটি রেডিও’ সম্প্রচার কর্মকাণ্ডের নিয়ন্ত্রণে থাকবে একটি অলাভজনক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। হচ্ছে একটি কল্যাণমূলক সম্প্রচার মাধ্যম যার মালিকানা, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় থাকে তৃণমূল পর্যায়ের কোন নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী। এটি মূলতঃ অলাভজনক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এর মালিকানায় থাকবে নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠী বা দল এবং এটি পরিচালিত হবে ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন অথবা কোনো এসোসিয়েশনের মাধ্যমে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিটিকে সেবা প্রদান করা এবং স্থানীয় লোকজ, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন-বিকাশের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। কমিউনিটি রেডিও কোনো নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার জনগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মাধ্যমে কাজ করে। এটি এক প্রকার জনসেবামূলক সম্প্রচার প্রতিষ্ঠান যা সমগ্র জাতির উন্নতির পরিবর্তে কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নিয়ে কাজ করবে। কমিউনিটি রেডিও একটি এটি কমিউনিটির নিজস্ব সম্পদ যা একটি জনপদের নিজস্ব ধ্যান-ধারণা, বিচার-বিবেচনা ও চিন্তা-চেতনার যথাযথ প্রতিফলন ঘটাবে ঘটায়।
গ. ১.৩	কমিউনিটি রেডিও এমন একটি মাধ্যম যা তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে ; এবং প্রান্তিক মানুষের প্রকাশ বাহন এবং তাদের যোগাযোগের মূল মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। সর্বোপরি এটি সমাজের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করে।
ঘ. ১.৪	কমিউনিটি রেডিও হচ্ছে একটি সম্প্রচার পদ্ধতি যা কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত এবং যা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পরিচালিত হয়। কমিউনিটি রেডিও সরকারী ব্যবস্থাপনা এবং বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত বেতার সম্প্রচারের বাইরে তৃতীয় মডেল হিসাবে পরিচিত।



কমিউনিটি রেডিও'র মৌলিক নীতিসমূহ:

আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য কমিউনিটি রেডিও'র মূলনীতিগুলো বাংলাদেশেও অনুসৃত হবে। কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যদি কমিউনিটি রেডিও পরিচালনা করতে চায় তাহলে সে সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত নীতিসমূহ শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবেঃ-

ক. ২.১	সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানটিকে অবশ্যই অলাভজনক হতে হবে; কমিউনিটি রেডিও অলাভজনক ভিত্তিতে কোন সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত হবে;
খ. ২.২	কমিউনিটি রেডিও'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার কমপক্ষে পাঁচ বছর কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা অবশ্যই থাকতে হবে; সম্প্রচার অনুষ্ঠানসূচিতে কমিউনিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ, নারীর অধিকার, গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, পরিবেশ, আবহাওয়া, সন্ত্রাস, জঙ্গীবাদ ও মাদক বিরোধী প্রচারণা, সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য উন্নয়ন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং এতে সংশ্লিষ্ট কমিউনিটিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সম্পৃক্ততা থাকবে;
গ. ২.৩	কমিউনিটি রেডিও স্টেশনকে অবশ্যই নিশ্চিত ও সুনির্দিষ্টভাবে কমিউনিটি'র লোকজনকে সেবা প্রদান করতে হবে; কমিউনিটি রেডিও স্টেশনসমূহ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সেবা প্রদান ও তাদেরকে বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারে অন্তর্ভুক্তকরণে বদ্ধপরিকর থাকবে;
ঘ. ২.৪	সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ধ্যানধারণার প্রতিফলন সমৃদ্ধ একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকতে হবে; সম্প্রচার কার্যক্রমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী অগ্রাধিকার লাভ করবে;
ঙ. ২.৫	সম্প্রচার অনুষ্ঠানসূচিতে কমিউনিটি শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজ, নারীর অধিকার, গ্রামীণ ও এলাকাভিত্তিক উন্নয়ন, পরিবেশ, আবহাওয়া, সাংস্কৃতিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে এবং এতে অবশ্যই জনগোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা থাকতে হবে; মূল ধারার গণমাধ্যমের সুযোগ ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে;
চ. ২.৬	সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানটির অবশ্যই আইনগত বৈধতা থাকতে হবে; এবং প্রান্তিক এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনে অগ্রাধিকার পাবে।
ছ. ২.৭	সম্প্রচারের পরীক্ষামূলক সম্প্রচার পর্বে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মূল ধারার গণমাধ্যমের সুযোগ এবং সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী কমিউনিটি রেডিও স্থাপনের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করবে।
৩.০	বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতি/লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা:-
৩.১	কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে নিয়োজিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ আবেদন করার যোগ্য হবে-বলে হিসাবে বিবেচিত হবে:
ক. ৩.১.১	সরকারি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান সমূহ যা ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করবে;
খ. ৩.১.২	বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহ যাদের কমপক্ষে পাঁচ বছরের সংশ্লিষ্ট কমিউনিটি পর্যায়ে দারিদ্র বিমোচন/গণমাধ্যম/তথ্যপ্রযুক্তি সম্পর্কিত এবং উন্নয়নমূলক কাজের ন্যূনপক্ষে পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা আছে এবং যারা ২নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার অবশ্যই আইনগত বৈধতা থাকতে হবে কিংবা এনজিও ব্যুরোর রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হবে।
৩.১.৩	আবেদনকারী প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার আইনগত বৈধতা থাকতে হবে কিংবা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত হতে হবে;
৩.১.৪	সংশ্লিষ্ট সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কমিউনিটি পর্যায় বা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ধ্যানধারণার প্রতিফলন সমৃদ্ধ একটি পরিচালনা পর্ষদ থাকতে হবে যা একটি গঠনতন্ত্রের আওতায় পরিচালিত হবে।
৩.২	নিম্নলিখিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি রেডিও পরিচালনার জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না : অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে:
ক. ৩.২.১	ব্যক্তিগত বা যৌথভাবে পরিচালিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;

খ.	রাজনৈতিক দল বা তাদের অংগ ও সহযোগী সংগঠন যেমন ছাত্র সংগঠন, স্টুডেন্ট ইউনিয়ন ইত্যাদি;
৩.২.২	
গ.	দেশি-বিদেশি ফ্রি-সব কোম্পানি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ যারা মালিক বা শেয়ার হোল্ডারকে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকে;
৩.২.৩	
ঘ.	আন্তর্জাতিক/বিদেশী বেসরকারি সংস্থা বা বিদেশী সম্প্রচার সংস্থা/চ্যানেল; এবং
৩.২.৪	
ঙ.	সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা; এবং
৩.২.৫	
৩.২.৬	উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত বা ফৌজদারী অপরাধে দণ্ডিত কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা।
৩.২.৬	
৪.০	লাইসেন্সিং প্রক্রিয়া :
৪.১	বাংলাদেশে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনে আগ্রহী যোগ্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে এ সংক্রান্ত লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে- কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অনুসৃত হবে:
৪.১.১	সরকার জনস্বার্থে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনে আগ্রহী যোগ্য প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার নিকট হতে এ সংক্রান্ত অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত ছকে আবেদন আহবান করবে;
৪.১.২	গৃহীত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক যোগ্য আবেদনকারী নির্বাচনের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় একটি রেগুলেটরি কমিটি ও একটি কারিগরি উপ-কমিটি গঠন করবে; আবেদনপত্রে বর্ণিত দলিলাদি ছাড়াও নিম্নবর্ণিত দলিলাদি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে- (ক) আবেদনকারী যে ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করতে ইচ্ছুক তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা; (খ) উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর বিবরণ; (গ) প্রস্তাবিত রেডিও স্টেশনের অবৈতনিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো এবং অনুষ্ঠান নির্মাণ ও সম্প্রচার নীতিমালা যাতে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাত্রার বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকবে; (ঘ) কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের তহবিলের উৎস। কোনো বেসরকারি সংস্থার সাহায্য নেয়া হলে বা বেসরকারি সংস্থা নিজে উদ্যোক্তা হলে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী এনজিও বিষয়ক ব্যুরো থেকে প্রয়োজনীয় অনুমোদন গ্রহণের প্রমাণপত্র;
৪.১.৩	কারিগরি উপ-কমিটি প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই করে যোগ্য আবেদনকারী নির্বাচন করে জাতীয় রেগুলেটরি কমিটির নিকট সুপারিশসহ পেশ করবে;
৪.১.৩	কারিগরি উপ-কমিটি ও জাতীয় রেগুলেটরি কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত আবেদনকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে সম্পর্কে
৪.১.৪	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মত নিরাপত্তা ছাড়পত্র গ্রহণ করা করতে হবে;
৪.১.৪	অনুমোদন প্রদানের পূর্বে তথ্য মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিটিআরসি) হতে থেকে
৪.১.৫	‘ফ্রিকোয়েন্সি প্রাপ্যতার সম্ভাব্যতা’ ‘ফ্রিকোয়েন্সি প্রাপ্যতা’-এর প্রতিবেদন গ্রহণ করবে। এছাড়া লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে সম্প্রচার কার্যক্রম আরম্ভ করার জন্য অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বিটিআরসি থেকে ফ্রিকোয়েন্সি (তরঙ্গ) বরাদ্দ নিতে হবে;
৪.১.৫	পরীক্ষামূলক সম্প্রচার পূর্বে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা কেবলমাত্র একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন ও পরিচালনার লাইসেন্স পাবেন;
৪.১.৬	প্রাথমিক অনুমোদন প্রাপ্তির ১(এক) বছরের মধ্যে আবেদনকারীকে কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপন করতে হবে; কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে রেডিও যন্ত্রপাতি আসদানি ও প্রতিস্থাপনের জন্য অবশ্যই দেশের প্রচলিত আইন, বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাকে বিটিআরসি’র শর্তসমূহ প্রতিপালন করতে হবে। চূড়ান্ত অনুমোদন/লাইসেন্স পাওয়ার পর সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করবে। প্রথমে পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হতে দুই বছরের জন্য পরীক্ষামূলক লাইসেন্স দেয়া হবে।
৪.১.৬	উল্লিখিত নির্ণায়কসমূহের আলোকে যোগ্য হিসাবে বিবেচিত আবেদনকারীকে প্রাথমিক পর্যায়ে কেবলমাত্র একটি কমিউনিটি রেডিও স্টেশন স্থাপনের জন্য সরকার সাময়িক লাইসেন্স প্রদান করবে;

